কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

# শিক্ষার্থীদের মূল কাজ ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভসংঘের সদস্যদের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। তারা নিজেদের সংগঠিত করেছে। তাদের মূল কাজ ভালো বই পড়া, ভালো গ্রন্থের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করা। তারুণ্যই পাঠকসংঘের মূল শক্তি। আমি আশা করব, আমাদের তরুণেরা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। ভালো বই সংগ্রহ করে পড়বে, নিয়মিত গ্রন্থাগারে যাবে। লাইব্রেরি শুধু জ্ঞান অর্জনের জায়গা নয়, বিনোদনেরও জায়গা। ভালো বই পড়ে তারা বিনোদিত হবে। জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান করবে। এভাবে তারা নিজেদের জীবনকে পরিশীলিত করবে।

গণমাধ্যম মানুষের কথা বলে। আর এই গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে যদি পাঠকসংঘ গড়ে ওঠে, তাহলে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। আমরা বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে রূপান্তর করতে চাই। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম তাদের তারুণ্যের শক্তি, জ্ঞানের শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি, চিন্তা-চেতনার শক্তি, সৃজনশীলতা-মননশীলতার শক্তি, দেশপ্রেমের শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবে। আমাদের ছাত্রজীবনে এত গণমাধ্যম, সম্প্রচারমাধ্যম, গ্রন্থাগার ছিল না। ছিল না বই পড়ার তেমন সুযোগ। খুব সীমিত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি আমরা। আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। ইন্টারনেটের জগৎ সারা পৃথিবীকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, যা আমাদের সময় অকল্পনীয় ছিল। ইন্টারনেট আমাদের যে সুযোগ করে দিয়েছে, এ যুগের ছেলেমেয়েরা প্রতি মুহূর্তে তাদের স্টেটাস আপডেট করে নিজেদের প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

এখন প্রত্যেকের হাতে মোবাইল সেট, আমাদের সময়ে সীমিত মানুষের ঘরে টেলিফোন ছিল। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। যোগাযোগের সুবিধার ফলে ছেলেমেয়েরা সহজেই বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে, এটা দেখে আমি আনন্দিত। আশা করব, তারা যে সুযোগ পাচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করবে, কোনোভাবেই এর অপব্যবহার করবে না।

একটা সংগঠন গড়ে তোলা, দৈনন্দিনভাবে পরিচালনা করা, সম্প্রসারণ করা, এ কাজগুলো করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, তা ব্যবহারিক, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে অনেক কাজে লাগে। যেকোনো অভিজ্ঞতা চলার পথে পাথেয়। শুভসংঘ পরিচালনা করছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের পাঠকরা। যারা নিয়মিত কালের কণ্ঠ পত্রিকা পাঠ করে এবং অগ্রগামী পাঠকদের মধ্য থেকে যারা এ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে, পাঠকসংঘে কাজ করার অভিজ্ঞতাগুলো তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়তা করবে। মনে রাখতে হবে, যত ধরনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করব, আমাদের জীবনও তত বেশি সমৃদ্ধ হবে। একটি পত্রিকার কাজই সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। শুভসংঘের মাধ্যমে কালের কণ্ঠ অনেককেই সে সুযোগ করে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা লেখালেখির সুযোগ পাচ্ছে, নিজেদের প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। সংগঠনের নানা কার্যক্রম উঠে আসছে পত্রিকার পাতায়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। শুভসংঘের সদস্যরা নিজেকে তুলে ধরার যে প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে, এটি একটি বিরাট সুযোগ।

শিক্ষার্থীদের মূল কাজ ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। পড়াশোনাটা শুধু সনদ পাওয়ার জন্য নয়, নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, সত্যিকার অর্থে সৎ-দেশপ্রেমিক হওয়াটাই আসল কথা। সে লক্ষ্যে যেন আমরা নিজেকে তৈরি করতে পারি।

শুভসংঘের স্লোগান—'শুভ কাজে সবার পাশে'। সব সময় নিজেদের ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। এর জন্য সবার আগে মেধাবী হতে হবে, সৃজনশীল হতে হবে, সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হতে হবে। ভালো মানুষ হওয়া প্রতিদিনের একটি চর্চা। ভালো ছাত্র বা ভালো পেশাজীবী হওয়াটা সহজ, কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়া খুবই কঠিন। প্রতিদিন নিজেকে কোনো না কোনো ভালো কাজের সঙ্গে নিয়োজিত রাখতে পারলে আমরা নিজেদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।

গ্রন্থনা : আরাফাত শাহরিয়ার